গাংনীতে দরবার রক্ষার্থে ভক্ত ও গ্রামবাসীর মানববন্ধন

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ওলিনগর গ্রামের মরহুম বীর মুক্তিযোদ্ধা হাফিজুর রহমান এর প্রথম পক্ষের স্ত্রী সন্তানের দায়িত্বে রেখে যাওয়া পবিত্র দরবার শরীফ রক্ষা করতে ও দরবারের বিরুদ্ধে নানা অপপ্রচারের প্রতিবাদে গ্রামবাসী এবং বিভিন্ন এলাকার সাধু-সম্প্রদায় মানববন্ধন করেছে। গতকাল শনিবার বিকেল ৪টার দিকে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের ওলিনগর মদন মাস্তানের দরবার শরীফের সামনের সড়কে মানব বন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

দরবার শরীফ কমিটির সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম বাদশার সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন, মরহুম বীর মুক্তিযোদ্ধা হাফিজুর রহমানের বড় ছেলে সিরাজুল ইসলাম, মরহুম বীরমুক্তিযোদ্ধা হাফিজুর রহমানের ভাই ও দরবার শরীফের সম্পাদক বর্তমান খাদেম জালাল উদ্দীন ফকির ও নিয়ামত আলীসহ ভক্তবৃন্দ।

সিরাজুল ইসলাম বলেন, আমার বাবা জীবিত থাকা অবস্থায় ওলিনগর মৌজার, ১৯১ নং খতিয়ানের ৩০৭ দাগের ৭ শতক জমি সবটুকু আলফাজ উদ্দীন (মদন মাস্তান) দরবার শরীফের নামে ১৯৮৯ সালে রেজিঃ করে দেয়। পরবর্তিতে মরহুম হাফিজুর রহমান মানসিক ও শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লে দ্বিতীয় স্ত্রী নুরুন্নাহার আক্তার ও তার মেয়ে হাবিবা নওসীন সাধনা চিকিৎসার নাম করে বাড়ী থেকে বিভিন্ন সময়ে বাহিরে নিয়ে যায়।

কালীগঞ্জে অসহায়দের মাঝে কম্বল বিতরণ

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার অসহায়, দরিদ্র, শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণের উদ্দেশ্যে উপজেলার সকল ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানদের নিকট কম্বল হস্তান্তর করেন ঝিনাইদহ ৪ আসনের সংসদ সদস্য মোঃ

আনোয়ারুল আজীম (আনার)।

গতকাল শনিবার রাতে উপজেলা পরিষদ চত্বরে কালীগঞ্জ উপজেলার সকল ইউপি চেয়ারম্যানের উপস্থিতিতে দরিদ্র, অসহায় মানুষদের জন্য বরাদ্দকৃত কম্বল হস্তান্তর করেন।

এসময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন, কালীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী অফিসার সূবর্ণা রানী সাহা, কালীগঞ্জ উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান শিবলী নোমানী সহ অনান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

এম পি আনার বলেন, শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ, এই শীতে কোনো মানুষ যেনো কষ্টে না থাকে তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবেন বলে জানান তিনি।

মেহেরপুরে চলছে চিকিৎসার নামে গলা কাটা বাণিজ্য

এম এফ রুপক/ ফয়সাল আহমেদ:

হাসপাতাল আছে, আছে যন্ত্রপাতি, ঔষধ সরবারহ হচ্ছে নিয়মিত, আছে চিকিৎসক, আছে নার্স-আয়াসহ কর্মকর্তা কর্মচারী। শুধু নেই কাক্সিক্ষত চিকিৎসা সেবা। জেলা শহর থেকে শুরু করে নিভৃত পল্লী পর্যন্ত সবখানেই অভিন্ন অবস্থা। চিকিৎসকের বদলে নার্স, ওয়ার্ডবয়, আয়াসহ দালালরা নানা কৌশলে হাতিয়ে নিচ্ছে অর্থ। হাসপাতালে প্রশাসনিক বিভাগ তৎপর থাকলেও থামানো যাচ্ছে না তাদের। সরকারি স্বাস্থ ব্যবস্থার অবহেলার সুযোগে প্রাইভেট ক্লিনিক ও চিকিৎসকের অযথা টেস্ট করানোর প্রবণতাকে পুজি করে এ জেলার অধিবাসিদের প্রতিদিনই চিকিৎসার নামে গলা কাটা হচ্ছে।

প্রতিটি ক্ষেত্রেই চিকিৎসকের জন্য আছে আর্কষণীয় ও লোভনীয় কমিশন। সরকারি হাসপাতাল থেকে রোগী ভাগিয়ে নিয়ে প্রাইভেট ক্লিনিকে ভর্তি করাতে পারলেই শতকরা ৪০ ভাগ কমিশন যায় সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক বা দালালদের পকেটে।

তেমনি ডায়াগনস্টিক সেন্টারে পরীক্ষার নামে রোগী পাঠানোর বিনিময়ে পেয়ে থাকেন একই কমিশন। এ কমিশন বাণিজ্যের কারণে চিকিৎসা ব্যয় বেড়েছে বহুগুন। “যত টেস্ট তত কমিশন” এ নীতিতেই চলছে চিকিৎসা বাণিজ্য। কোন ডায়াগনস্টিক সেন্টারে যেতে হবে সেটাও বলে দেন চিকিৎসক। সরকারি হাসপাতালের একশ্রেণীর চিকিৎসকের সহায়তায় ডায়াগনস্টিক সেন্টার মালিকদের যথেষ্ট টেস্ট-বাণিজ্য চলছে বছরের পর বছর। ডায়াগনস্টিক প্রতারণার শিকার হচ্ছেন সাধারণ মানুষ।

এসব ডায়াগনস্টিক সেন্টারে সিটিস্ক্যান ৪ হাজার টাকা, এমআরআই ৪/৫ হাজার টাকা, প্রায় ২ শত ধরনের রক্ত পরীক্ষা ২শ’ থেকে শুরু করে ২ হাজার টাকা পর্যন্ত নেয়া হয়। ভিটামিন-সি, ভিটামিন-ডি পরীক্ষা ৪/৮ হাজার টাকা, এফএনএসি (ফাইন নিডল এসপাইরেশন সাইটোলজি) ১ হাজার টাকা, হিস্টো ৬শ’/ ১ হাজার টাকা। এছাড়ও ইকো, আল্ট্রাসনোগ্রামসহ আছে অনেক জটিল পরীক্ষা। শুধু কমিশনের আশায় প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে রোগীদের হাতে ধরিয়ে দিচ্ছে টেস্টের লিস্ট।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ডায়াগনস্টিক সেন্টারের মালিক জানান, অনেক দেখা যায় কোন হার্টের রোগীর ইসিজি করলেই যথেষ্ট, কিন্তু তার সাথে বা প্রথম বারেই ইকো করার জন্য প্রেসক্রাইব করেন চিকিৎসক। এক্ষেত্রে এক পরীক্ষায় একজন চিকিৎক ৮শ টাকা কমিশন পাবে।

গত বুধবার সকালে চিকিৎসা নিতে আসা ইয়াজ্জদীন আলী (৬৫) জানান, হাটুতে ব্যাথা নিয়ে হাসপাতালে এসেছিলাম। ছোট কাগজে দুইটি এক্সে, একটি রক্ত পরীক্ষা ও ডায়বেটিস পরীক্ষা দিয়েছে। আমার কাছে অতো টাকা নেই বাপু। সামনের দোকান থেকে কিছু ব্যথার ঔষধ নিয়ে বাড়ি যাবো।

এছাড়াও হাসপাতাল ও ক্লিনিক গুলোতে ঔষধ কোম্পানীর রিপ্রেজেন্টিভদের অত্যাচারতো আছেই। নিদিষ্ট ব্যান্ডের ঔষধ প্রেসক্রাইব করার জন্য নিয়মিত উপঢৌকন দিয়ে থাকেন তারা। রোগীর চিকিৎসকের রুম থেকে বেরোনোর সাথে সাথে হুমড়ী খেয়ে পড়ে নিজেদের কোম্পনীর ঔষধ প্রেসক্রাইব করেছে কিনা দেখার জন্য। আবার তথাকথিত ডাক্তার চেম্বারের নিজস্ব ফার্মেসি থেকেই রোগীদের বেশি মূল্যে ঔষধ কিনতে বাধ্য করা হয়।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিক্যাল অফিসার মখলেছুর রহমান জানান, হাসপাতালকে দালাল মুক্ত করার জন্য কতৃপক্ষ কঠর ব্যবস্থা নিয়েছে। আমরা হাসপাতালের নিরাপত্তা ও দালাল মুক্ত করার

জন্য পুলিশ ক্যাম্প বসানো হয়েছে। এছাড়াও বর্তমানে হাসপাতালে রোগীদের সর্বোচ্চ চিকিৎসেবা দেওয়া হচ্ছে।

রোগীদের সাথে নার্স ওয়ার্ড বয়ের অর্থ বাণিজ্যের বিষয়ে তিনি বলেন, যারা এখানে বিনা বেতনে চাকরি করে তাদেরকে আমরা নিজস্ব ফান্ড থেকে কিছু দেওয়ার চেষ্টা করি। তবে রোগীদের কাছ থেকে টাকা নেওয়ার কোন সুযোগ নেই। সেই সাথে অফিস চলাকালীন সময়ের বাইরে ডাক্তারদের তো অন্য জায়গায় রোগী দেখার সুযোগ দিয়েছে সরকার। সে ক্ষেত্রে কোন বাঁধা নেই।

অনলাইনে বাড়ছে কেনাকাটা: বাড়ছে কর্মসংস্থান

অদ্রি আহমেদ। কুষ্টিয়া শহরের বাসিন্দা। পড়াশোনা শেষ করে একটি প্রাইভেট কোম্পানীতে চাকরি করতেন। করোনাকালীন চাকরিটা চলে যায়। সংসার চালাতে হিমশিম খেতে হয় তাকে। মা মেয়ের নিয়ে তার সংসার। তখন সে কিভাবে সংসার চালাবে ভেবে না পেয়ে একজনের পরামর্শেই অনলাইন বিজনেস শুরু করেন। বিভিন্ন গেজেট সামগ্রী দিয়ে তার শুরু। যুক্ত হন কুষ্টিয়া অনলাইন পরিবার (কুউপ)। এখন তিনি ঘরে বসেই তিনি মোবাইল ফোনসহ গেজেটের সকল কিছু পৌঁছে দিচ্ছেন।

তার মতো আরেক তরুণী পারভীন। সে ভেড়ামারা এলাকায় তার বসবাস। নানান ধরনের খাদ্যসামগ্রী তৈরিতে তিনি অভ্যস্থ। তাই এই খাদ্যসামগ্রী দিয়েই তিনি হোম মেড খাবার অর্ডার নিয়ে শুরু করেছেন হোম ডেলিভারি। এভাবেই তিনি এখন কুউপের সফল একজন উদ্যোক্তা হিসেবে সুনাম ছড়িয়ে পড়েছে। এভাবেই তিনি হোম মেড খাবার তৈরি করে হোম ডেলিভারি দিয়ে প্রতি মাসে তার ১৫থেকে ২০ হাজার টাকা আয় করছে।

করোনাভাইরাস মহামারির মধ্যে অনেকে অনলাইনে বাজার করার দিকে ঝুঁকছেন। কারণ অনলাইনে কেনাকাটায় ঘরের বাইরে বেরনোর প্রয়োজন নেই, অপরিচিত মানুষের সাথে মেলামেশা বা ছোঁয়াছুঁয়ির আশঙ্কাও এড়ানো যায়। যার ফলে ঘরে বসেই পছন্দের প্রয়োজনীয় জিনিসটি পেতে

পারে।
উন্নত বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশেও দিন দিন জনপ্রিয় হচ্ছে অনলাইন বেচাকেনা। খুব অল্প সময়ের মধ্যে নিজের অর্ডার করা পণ্য ডেলিভারি পেয়ে ক্রেতারাও আগ্রহী হয়ে উঠছেন অনলাইন কেনাকাটায়।

কুমারখালি কলেজের প্রভাষক হিরা খান। তিনিও এখন নারী উদ্যোক্তা। কুষ্টিয়ার কুমারখালীর তৈরি গামছা লুঙ্গি আর বিছানার চাদরের কদর দেশজুড়ে। অনলাইনের মাধ্যমে সে ঘরে বসেই সরবরাহ করছে এসব। এতে করে বাড়তি আয় হওয়ায় আরও স্বচ্ছলতা তার সংসারে।

নিজের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার বিষয়ে হিরা খান বলেন, ‘আমি একজন সফল নারী উদ্যোক্তা হবো। নিজেকে রোল মডেল হিসেবে তৈরির করবো। যাতে আমাকে দেখে আরও নারীরা নিজেদের উদ্যোগকে সকলের সামনে উপস্থাপন করার সাহস পায়। কুউপের মাধ্যমে আমি অনেক দূর এগিয়ে যেতে চাই।

কুষ্টিয়া অনলাইন পরিবার (কুউপ) এডিমিন- নিলুফা ইয়াসমিন বলেন, বর্তমান অনলাইনে নারীরা পুরুষের চেয়ে বেশি এগিয়ে যাচ্ছে। নারীরা আর ঘরে বসে নেই। মোবাইলে অর্ডার নিয়ে সেটা হোম ডেলিভারি করে খুব সহজেই অনলাইন ব্যবসা করা সম্ভব। ঘর সামলিয়েও অনলাইন বিজনেস করে মাসে একটি নারী নিজ পায়ে দাঁড়াতে পারে। আমরা চাই আমাদের গ্রুপের মাধ্যমে প্রিয় জেলার নারী পুরুষ নিজ প্রচেষ্টায় এগিয়ে যাক।

এ বিষয়ে ভেড়ামারা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সোহেল মারুফ বলেন, ‘এটা অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক ব্যাপার যে অনলাইনভিত্তিক ব্যবসা কার্যক্রমে নারী পুরুষ এগিয়ে আসছেন। এর ফলে আমাদের অনেক উদ্যোক্তা তৈরি হবে এবং শিক্ষিত নারী পুরুষের একটা বড় অংশের কর্মসংস্থান হবে। অনলাইন ভিত্তিক এই আধুনিক ব্যবসা অনেকটাই নারী বান্ধব। এ জন্য নারীদের কর্মসংস্থানের পাশাপাশি আমাদের ক্ষুদ্র/কুটির শিল্পের বাজার ও বিস্তৃত হচ্ছে। আর এটা ডিজিটাল বাংলাদেশের বড় একটা ইতিবাচক অগ্রগতি বলে আমি মনে করি।

গ্রুপ ক্রিয়েটর জীবন রহমান মহন বলেন, বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে ই-কমার্সের যে দিকটি সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে তা হল অনলাইন শপিং। কেনাকাটা করতে এখন আর যানজট ঠেলে দোকানে গিয়ে সময় অপচয় করতে হচ্ছে না। চাইলে যে কোনো পণ্য পৌঁছে

যাচ্ছে হাতে হাতে। তিনি বলেন, নিজের জেলা কুষ্টিয়াকে দেশের কাছে রিপ্রেজেনটেটিভ করার জন্য আমার এই উদ্যোগ।

ইতোমধ্যে অনেক নারীপুরুষ গ্রুপে সময় দিয়ে স্বাবলম্বী হচ্ছে এটা একটি জেলার জন্য, দেশের জন্য ইতিবাচক। অনেক বেকার নারী পুরুষ এখন সফল উদ্যোক্তা।

কুষ্টিয়ায় পার্লার প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন

কুষ্টিয়ায় প্রথমবারের মতো ম্যাম বিউটি পার্লারের উদ্যোগে বিউটিফিকেশন ও পার্লার প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন করা হয়েছে।

গতকাল শনিবার সকালে শহরের কলাপাতা রেস্টুরেনেটে এ প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন করা হয়।

কর্মসংস্থান ব্যাংক মিরপুর শাখার ব্যবস্থাপক শাহ মোহাম্মদ ইনামুল কবীর বলেন, একজন উদ্যোক্তার দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা যোগ্যতা থাকলে তিনি নতুন নতুন ব্যবসা সম্পর্কে চিন্তা করতে পারবেন, ধারনা সৃষ্টি করতে পারবে। আজকের এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মহিলারা কাজ করার বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করবেন এবং নিজেদের আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তুলতে এই ট্রেনিং সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

শিক্ষার বিকল্প নেই উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, নারী জনশক্তিকে দক্ষ করে উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে সাবলম্বী করে গড়ে তুলতে হবে। নারীদের শিক্ষিত হয়ে পুরুষদের সাথে প্রতিযোগিতা করে এগিয়ে যেতে হবে। তাই নারীরা হাতে কলমে প্রশিক্ষণ নিয়ে নিজের কর্মসংসংস্থান সৃষ্টি করতে সক্ষমতা লাভ করবে।

ম্যাম বিউটি পার্লার এর সত্ত্বাধিকারী ফারজানা আক্তার দিনব্যাপী এ প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

এতে কুষ্টিয়া, পাবনা, ঝিনাইদহ ও রাজবাড়ী জেলার ২০ জন নারী অংশগ্রহণ করেন।

[redacted]

[redacted]

মেহেরপুরের আমঝুপিতে মানবাধিকার এ্যাওয়ার্ড প্রদান

বিশ্ব মানবাধিকার দিবস উৎযাপন উপলক্ষে গতকাল শনিবার বিকাল ৩ টার দিকে আমঝুপিতে মানব উন্নয় কেন্দ্র (মউক) মানবাধিকার এ্যাওয়াড প্রদান ও আলোচনা সভার আয়োজন করে।

অনুষ্ঠানে এ্যাড. মিয়াজান আলী সভাপতি করেন। প্রধান অতিথি ছিলেন মেহেরপুর মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর রফিকুল ইসলাম।

বিশেষ অতিথি ছিলেন এ্যাড. ইব্রাহিম শাহীন ও পি পি এ্যাড. পল্লব ভট্রাচার্য তরুন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) এর নির্বাহী প্রধান আশাদুজ্জামান সেলিম।

অনুষ্ঠানে মেহেরপুর জেলার ২০ জন মানুষকে সমাজে অবদান রাখায় সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

কালীগঞ্জে অবৈধ ইট ভাটায় পুড়ছে কাঠ

সরকারি নিয়ম-নীতি বা আইনের তোয়াক্কা না করে ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার বারোবাজার ইউপির পিরোজপুর গ্রামে চলছে অবৈধ ইট ভাটা। হাইকোর্টের নির্দেশের পরও অবৈধ ভাটা পুরোপুরি বন্ধ হয়নি।

অল্প উচ্চতার ড্রাম-সিটের চিমনির ধোঁয়ায় পরিবেশ দূষিত হয় বলে বেশি উচ্চতার ইটের চিমনি বাধ্যতামূলক করেছে সরকার। সরকারের এ আদেশ মানছে না অনেক ইট ভাটার মালিক।

ঝিনাইদহের কিছু এলাকায় অবৈধ ইট ভাটা বন্ধ হলেও কালীগঞ্জ উপজেলার বারোবাজার ইউনিয়নে মেসার্স জে কে ব্রিকস আইন-কানুনের তোয়াক্কা না করে অল্প উচ্চতার ড্রাম-সিটের চিমনির ব্যবহার করে ইট পোড়াচ্ছে। কৃষিজমির পাশে গড়ে উঠেছে এ ইট ভাটা। এছাড়া অবৈধভাবে

পোড়ানোর জন্য বিপুল পরিমাণ কাঠের খড়ি মজুদ করা হয়েছে। প্রতিদিন ট্রাক ট্রাক খড়ি নিয়ে আসা হচ্ছে এ ইট ভাটায়।

পিরোজপুর এলাকার একাধিক ব্যক্তি অভিযোগ করেন, মেসার্স জে কে ব্রিকস কৃষিজমির পাশে স্থাপন করায় তাঁদের ফসলের ক্ষতি হয়। ভালো ফলন পাওয়া যায় না। ইট ভাটার মালিক স্থানীয়ভাবে প্রভাবশালী হওয়ায় তাঁরা প্রতিবাদ করতেও সাহস পান না।

এছাড়া ওই ইট ভাটার কিছু দূরে একটি গ্রাম রয়েছে। এ ব্যাপারে মেসার্স জে কে ব্রিকসের প্রোপ্রাইটর সাবেক ইউ পি চেয়ারম্যান জয়নাল আবেদিনের কাছে জানতে চাইলে তিনি উত্তেজিত হয়ে সাংবাদিকদের সাথে খারাপ আচরণ করেন এবং ক্ষমতার বড়াই দেখান।

সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্রের ভিত্তিতে জেলা প্রশাসন ইট ভাটা স্থাপনের লাইসেন্স দিয়ে থাকে। জয়নাল আবেদিনর কাছে এ লাইসেন্স এর বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি এবিষয়ে কোনে উত্তর না দিয়ে ক’জনের এই লাইসেন্স আছে বলে উল্টো সাংবাদিকদের প্রশ্ন করেন।

এ বিষয়ে কালীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুবর্ণা রানী সাহার কাছে জানতে চাইলে তিনি জানান, সকল ভাটা মালিক কে পরিবেশ বান্ধব ইট ভাটা ব্যবহার করার জন্য বলা হয়েছে। তিনি মেসার্স জে কে ইট ভাটা সম্পর্কে অবগত নন। তিনি তদন্ত করে এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে জানান।

যৌতুক না দেয়ায় শ্বশুর-শাশুড়ি ও স্ত্রীকে পেটালেন হুজুর

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় এক হুজুরকে যৌতুকবাবদ গাড়ি কিনে না দেওয়ায় স্ত্রী, শ্বশুর ও শাশুড়িকে পিটিয়েছেন। ঘটনাটি ঘটেছে গত শুক্রবার।

জানা যায়, শৈলকুপার হাকিমপুর গ্রামের খলিলুর রহমানের ছেলে মওলানা মাহফুজুর রহমান হাকিমপুরী ২য় বিয়ে করেন শান্তিডাংগা গ্রামের

আজিজুর রহমানের কন্যা হাফেজা ফাতেমা তাসলিমকে। সে শেখপাড়া বাস স্ট্যান্ড জামে মসজিদের ইমাম। সে ইমামতি পেশার সাথে বিভিন্ন এলাকায় ওয়াজ নসিয়ত করে বেড়ায়।

যার জন্য গাড়ি কেনার প্রয়োজন দেখা দেওয়ায় শ্বশুরের কাছে ২০ লক্ষ টাকা যৌতুক দাবী করে, শ্বশুর আজিবর রহমান এই টাকা দিতে ব্যর্থ হওয়ায় সে ক্ষিপ্ত হয়ে স্ত্রী, শ্বশুর ও শাশুড়িকে বেধড়ক পেটান।

বর্তমানে তারা শৈলকুপা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি হয়ে আছেন। শ্বশুর আজিবর রহমান বলেন, সে প্রায়ই আমার কাছে গাড়ি কেনাবাবদ ২০ লক্ষ টাকা যৌতুক দাবী করে আসছিল। কিন্তু আমি গরীব মানুষ হওয়ায় টাকা দিতে পারিনি।

এত টাকা আমি কোথায় পাবো। মওলানা মাহফুজুর রহমান বলেন, রাগের মাথায় আমি মারপিট করেছি, আমার ভুল হয়ে গেছে, আমাকে ক্ষমা করে দেন। এব্যাপারে শৈলকুপা থানার ওসি জাহাঙ্গীর আলম বলেন, অভিযোগ পেয়েছি, বিষয়টি তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা নেয়া হবে।

উল্লেখ্য তার ১ম স্ত্রীর সাথে যৌতুকের কারণে কোর্টে মামলা চলছে।

শৈলকুপায় ৪র্থডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০২০ উপলক্ষে সেমিনার

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় ৪র্থডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০২০ উপলক্ষে এক সেমিনারের আয়োজন করা হয় শনিবার বেলা ১১ টায় এ উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন শৈলকুপা উপজেলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়াম্যান নিলুফা ইয়াসমিন,বিশেষ অতিথি ছিলেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) পার্থ প্রতিম শীল, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান জাহিদুন্নবি কালু, ওসি তদন্ত মোহসিন হোসেন প্রমুখ।সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কানিজ ফাতেমা লিজা। আলোচনা অনুষ্ঠান শেষে দিবসটি উপলক্ষে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন ইভেন্টে বিজয়ী ছাত্রছাত্রীদেরকে পুরস্কার প্রদান করা হয়।